

## 329 - হস্তমথৈনরে হুকুম এবং এটা থেকে বাঁচার উপায়

### প্রশ্ন

আমার একটি প্রশ্ন আছে, আমি সবে প্রশ্নটি পশে করত লজ্জাবোধ করছি। এক বোন নতুন ইসলাম গ্রহণ করছেন। তিনি প্রশ্নটির জবাব জানতে চান। কুরআন-হাদিসের দলিল ভিত্তিক এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা নাই। আমি আশা করব, আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, যদি আমার প্রশ্নটি অশালীন হয় তাহলে তিনি যেনে আমাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু, মুসলিম হিসেবে জ্ঞানার্জনে আমাদেরে লজ্জাবোধ করা উচিত নয়।

সে বোনের প্রশ্ন হচ্ছে- হস্তমথৈন করা কি ইসলামে জায়যে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক. কুরআনে কারীম:

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: ইমাম শাফয়ি এবং যারা তাঁর সাথে একমত পোষণ করছেন তারা সবাই এ আয়াত দিয়ে হস্তমথৈন হারাম হওয়ার পক্ষে দলিল দিয়েছেন। আয়াতটির ভাবানুবাদ হচ্ছে-

“আর যারা নজিদেরে যটোনাঙগকে হফোযত করে। নজিদেরে স্ত্রী বা মালকিনাভুক্ত দাসীগণ ছাড়া; এক্ষত্রে (স্ত্রী ও দাসীর ক্ষত্রে) অবশ্যই তারা নিন্দিত নয়। যারা এর বাইরে কিছু কামনা করবে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।”[সূরা মুমিনুন, আয়াত: ৫-৬]

ইমাম শাফয়ি ‘নকিহ অধ্যায়ে’ বলেন: ‘স্ত্রী বা দাসী ছাড়া অন্য সবার থেকে লজ্জাস্থান হফোযত করা’ উল্লেখ করার মাধ্যমে স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্য কটে হারাম হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি সুস্পষ্ট। এরপরও আয়াতটিকে তাগদি করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন (ভাবানুবাদ): “যারা এর বাইরে কিছু কামনা করবে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।” সুতরাং স্ত্রী বা দাসী ছাড়া অন্য কোন ক্ষত্রে পুরুষাঙগ ব্যবহার করা বধৈ হবো না, হস্তমথৈনও বধৈ হবো না। আল্লাহই ভাল জানেন। [ইমাম শাফয়ি রচিত ‘কতিবুল উম্ম’]

কোন কোন আলমে এ আয়াত দিয়ে দলিল দেন: “যারা ববিহে সক্ষম নয়, তারা যেনে সংযম অবলম্বন করে যেনে পরযন্ত না আল্লাহ নজি অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।”[সূরা নূর, আয়াত: ৩৩] এ আয়াতে সংযমের নরিদশে দয়োর দাবী হচ্ছে- অন্য সবকছু থেকে ধৈর্য ধারণ করা।



দুই. সুন্নাহ:

আলমেগণ এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ্ বনি মাসউদ (রাঃ) এর হাদিস দিয়ে দলিল দেন যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা এমন কিছু যুবকে ছলাম যাদের কিছু ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে যুবকরো! তোমাদের মধ্যকার যার ٤٤٤ (বয়রে খরচ বহন ও শারীরিক সামর্থ্য) রয়েছে সে যেনে বয়ি করে ফলে। কেননা, তা তার দৃষ্টি নিম্নগামী রাখতে ও লজ্জাস্থানকে হফোজত করায় সহায়ক হয়। আর যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না, সে যেনে রোজা রাখে। কারণ তা যতীন উত্তজেনা প্রশমনকারী।”[সহীহ বুখারী (৫০৬৬)]

শরীয়ত প্রণতো, বয়ি করতে অক্ষম হলে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। হস্তমথুনে করার পরামর্শ দেননি। যদিও হস্তমথুনের প্রতি আগ্রহ বেশি থাকে, হস্তমথুনে করা রোযা রাখার চেয়ে সহজ। কিন্তু তদুপর্যন্ত তিনি সে অনুমতি দেননি।

এ মাসয়ালায় আরও অনেকে দলিল আছে। আমরা এ দলিলগুলো উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি।

হস্তমথুনে লিপ্ত ব্যক্তিকে ভাবে এর থেকে মুক্তি পতে পারলে এ সম্পর্ক নিম্নে আমরা কিছু উপদশে ও পদক্ষেপে উল্লেখ করব:

১। এই অভ্যাস থেকে বাঁচার প্ররোণা যেনে হয় আল্লাহর নরিদশে পালন ও তাঁর অবাধ্যতা থেকে বরিত থাকা।

২। স্থায়ী সমাধান তথা বয়িরে মাধ্যমে এ অভ্যাসকে প্রতরোধ করা। কারণ এটাই ছিল যুবকদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদশে।

৩। নানা রকম কু-চিন্তা ও খারাপ ভাবনা থেকে দূরে থাকা। দুনিয়া বা আখরোতেরে কল্যাণকর চিন্তায় নজিকে ব্যস্ত রাখা। কারণ কু-চিন্তাকে বাড়তে দলে সটো এক পর্যায়ে কর্মেরে দকি নিয়ে যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে তা নয়িন্তরয়েরে বাইরে গিয়ে অভ্যাসে পরণিত হয়ে যায়। তখন তা থেকে মুক্ত হওয়া কঠনি হয়ে পড়ে।

৪। দৃষ্টিকে নত রাখা। কারণ কোন ব্যক্তি বা অশ্লীল ছবরি দকি দৃষ্টিপিত করা, সটো জীবতি মানুষেরে হোক কথিবা আঁকা হোক, বাঁধহীন দৃষ্টি ব্যক্তিকে হারামেরে দকি নিয়ে যায়। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলছেন: “মুমনিদেরকে বলুন, তারা যেনে তাদের দৃষ্টি নত রাখেন”[সূরা নূর, আয়াত: ৩০] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তুমি দৃষ্টির পর দৃষ্টি দবি না”[সুনানে তরিমযি (২৭৭৭), আলবানী হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন] তাই প্রথম দৃষ্টি, যে দৃষ্টি হঠাৎ করে পড়ে যায় সটোতে গুনাহ না থাকলেও দ্বিতীয় দৃষ্টি হারাম। এছাড়া যে সব স্থানে যতীন উত্তজেনা জাগিয়ে তোলার উপকরণ বদিযমান থাকে সসেব স্থান থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।



৫। নানাবধি ইবাদতে মশগুল থাকা। পাপকাজ সংঘটিত হওয়ার মত কোন অবসর সময় না রাখা।

৬। এ ধরণের কু-অভ্যাসের ফলে যসেব শারীরিক ক্ষতি ঘটে থাকে সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। যমেন- দৃষ্টিশক্তি ও স্নায়ুর দুর্বলতা, প্রজনন অঙ্গের দুর্বলতা, মরুদণ্ডের ব্যথা ইত্যাদি যসেব ক্ষতির কথা চকিত্বিসকরা উল্লেখ করে থাকেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন মানসিক ক্ষতি; যমেন- উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠা, মানসিক পীড়া অনুভব করা। এর চয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছ- নামায নষ্ট করা। যহেতে বারবার গোসল করা লাগে, যা করা কঠনি। বিশেষতঃ শীতের রাত্রতি। অনুরূপভাবে রোযা নষ্ট করা।

৭। ভুল দৃষ্টিভিগ্নির প্রতি প্রতিষ্টি দূর করা। কারণ কছি কছি যুবক ব্যভচার ও সমকামতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার খুয়া তুলে এই কু-অভ্যাসকে জায়ে মনে করে। অথচ হতে পারে সে যুবক ব্যভচার ও সমকামতির নকিটবর্তী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

৮। কঠনি ইচ্ছা ও শক্ত সদিধান্ত দিয়ে নিজেকে সুরক্ষতি রাখা। শয়তানের কাছ হার না মানা। একাকী না থাকা; যমেন একাকী রাত কাটানো। হাদসি এসছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন পুরুষকে একাকী রাত কাটাতো নষিধে করছেন। [মুসনাদে আহমাদ, হাদসিটি 'সহিুল জামে' তে রয়েছে]

৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরিশেতি প্রতিকার পদ্ধতি গ্রহণ করা; সটো হচ্ছ- রোযা রাখা। কেননা রোযা যটন উত্তজেনাকে প্রশমতি করে এবং যটন চাহদিকে পরিশীলতি করে। এর সাথে উদ্ভট আচরণ থেকে সাবধান থাকা; যমেন- হস্তমথৈন পুনরায় না করার ব্যাপারে শপথ করা কথিবা মানত করা। কারণ যদকিউ পুনরায় করে ফলে তাহলে সে ব্যক্তি পাকাপোক্ত-শপথ ভগ্নকারী হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে যটন উত্তজেনা নিরোধক ঔষধ সবেন না করা। কেননা এসব ঔষধ সবেনে শারীরিক ঝুঁকি আছে। তাছাড়া যটন উত্তজেনা একবোরের নিশেষ করে ফলে এমন কছি সবেন করা থেকে হাদসি নষিধোজ্ঞ সাব্যস্ত হয়েছে।

১০। ঘুমানোর সময় ইসলামী আদবগুলো মনে চলা। যমেন- ঘুমানোর দোয়াগুলো পড়া, ডান পার্শ্বে কাত হয়ে শোয়া, পটেরে উপর ভর দিয়ে না-ঘুমানো; যহেতে এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নষিধে আছে।

১১। ধরৈয় ও সংযমের গুণে নিজেকে ভূষতি করা। কারণ হারাম কাজ থেকে ধরৈয় রাখা আমাদের উপর ফরয; যদণি আমাদের মাঝে সেগুলো করার চাহদি থাকে। আমাদের জানা উচতি, যদি আমরা নিজেকে সংযমী রাখার চেষ্টা করি তাহলে পরশিষে সটো ব্যক্তির অবচ্ছিদ্য আখলাকে পরণিত হবে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি সংযম অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাকে সংযমী বানিয়ে দবিনে, যে ব্যক্তি অমুখাপকেষী থাকার চেষ্টা করবনে আল্লাহ্ তাকে অমুখাপকেষী বানিয়ে দবিনে, যে ব্যক্তি ধরৈয় রাখার চেষ্টা করবনে আল্লাহ্ তাকে ধরৈয়শীল বানিয়ে দবিনে। কোন মানুষকে ধরৈয়ের চয়ে প্রশস্ত ও কল্যাণকর আর কোন দান দয়ো হয়নি।” [সহি বুখারী (১৪৬৯)]



১২। কটে যদি এই গুনাহটিকিরে ফলে তাহলে তার উচতি অনতবিলিম্বে তওবা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, নকীর কাজ করা এবং ক্ষমাপ্রাপ্তির ব্যাপারে হতাশ না হওয়া। কনেনা এ পাপটি একটি কবরি গুনাহ।

১৩। সর্বশেষে, নঃসন্দহে আল্লাহর কাছে ধর্ণা দয়ো, দয়োর মাধ্যমে তাঁর কাছে মনিতিকরা, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এই কু-অভ্যাস থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় উপায়। কনেনা আল্লাহ তাআলা দয়োকারীর ডাকে সাড়া দনে। আল্লাহই ভাল জাননে।